শোক সংবাদ

ড. শেখ মাকসুদ আলী

(জন্ম - ০১ আগস্ট ১৯৩৪ মৃত্যু- ২৫ আগস্ট ২০১৯)

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)'র সাবেক সভাপতি, বিএসটিডির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সমিতির আজীবন সদস্য ড. শেখ মাকসুদ আলী গত ২৫/০৮/২০১৯ তারিখ রবিবার সকালে ৮৫ বছর বয়সে ঢাকাস্থ ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ..রজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে বিএসটিডি পরিবার গভীবভাবে শোকাহত। বিএসটিডি'র পক্ষ থেকে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয় ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানো হয়। আল্লাহ তাকে বেহেস্ত নসীব করুন। বিএসটিডি প্রতিষ্ঠা ও এর উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনি বিএসটিডি কর্তৃক প্রকাশিত প্রশিক্ষণ জার্নাল এর এ্যাডভাইজারী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন বিএসটিডির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ সেক্টরের উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছেন। ড. শেখ মাকসুদ আলী ১৯৫৯ সনে তৎকালীন পাকিস্তানে সিএসপি অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। স্বাধীনতার পূর্বকালীন সময়ে তিনি লাহোর সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে উপ-পরিচালক ছিলেন। তদান্তীন বাঙালী সিএসপি অফিসারদের তিনি ছিলেন অঘোষিত অভিভাবক। ১৯৭১ সনে যুক্তরাজ্যে পিএইচডি গবেষণাকালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। ১৯৭২ সনে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব পদে যোদ দেন। পরে তিনি সিভিল সার্ভিস সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠতা রেক্টর ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর লেখা "ফ্রম ইস্টবেঙ্গল টু বাংলাদেশ" বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়েছে।

গত ২৭/০৮/২০১৯ তারিখ বাদ আসর গুলশান আজাদ মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁর স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক সফিয়া হাসনা জাহান আলীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ড. সাফিন হাসান আলী, আদনান সাকীব আলী, শাদমান শীজান আলী এবং তাহসিনা আলী (মলি) চার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর ছেলে মেয়েগণ উচ্চ শিক্ষিত এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।